মতিভ্রম হলে মতিরা যা বলেন

–হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলাম– আমি আর্থিক লেনদেনের কোনো রাজনীতি করি না এবং আমার পার্টিও এ ধরনের কোনো রাজনীতির সাথে কখনোই জড়িত নয় এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। আমি দৃঢ়তার সাথে বলেছি– কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে যে, আমি কখনো কারো কাছ থেকে একটি টাকাও গ্রহণ করেছি– তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিলাম এই কারণে যে, আওয়ামী লীগের একজন গ্রেফতারকৃত নেতা রিমান্ডে নাকি বলেছেন, মহা ঐক্যজোটে যাবার জন্য আমি আওয়ামী লীগের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছি। কথাটি তিনি রিমান্ডে থাকাকালে বলেছেন কিনা আমি জানি না– তবে তার স্বীকারোক্তি উল্লেখ করে কয়েকটি পত্রিকায় এ ধরনের একটি খবর বেরিয়েছিলো। এই মিথ্যা ও কাল্পনিক তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখে আমি বিস্মিত ও হতবাক হয়েছিলাম। তাই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য মিথ্যা খবরের প্রতিবাদে সকল সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এক বিবৃতিতে এই চালেঞ্জ দিয়েছিলাম। যেহেতু অতি সম্প্রতি আমার সেই বিবৃতি সকল জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও প্রচারিত হয়েছে– তাই পূর্ণ বিবৃতিটি এখানে উল্লেখ করলাম না। সেখানে আসল কথাটি ছিলো– শুধু আওয়ামী লীগ কেনো অন্য কারো কাছ থেকেও আমি একটি টাকাও নিয়েছি যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমার বিরুদ্ধে ওই মিথ্যা খবরটি যেসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো– তার মধ্যে অন্যতম ছিলো– 'প্রথম আলো'। সুতরাং সেই খবরের প্রতিবাদে আমার দেয়া বিবৃতিটি তাদের যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করা উচিৎ ছিলো। কিন্তু তারা সেটা করেনি। কারণ ন্যায় নীতিবোধের বালাই তাদের নেই। তারা খবরটি ছেপেছিলো প্রথম পাতায় বড় করে আর আমার প্রতিবাদের বিবৃতি ছেপেছে– খুবই ছোট করে ভিতরের পাতায়– তাও আবার মূল বক্তব্য কাট-ছাট করে। এবং সেখানে আমার চ্যালেঞ্জের কথাটি পর্যন্ত রাখা হয়নি। আমি আমার বিবৃতিতে বলেছিলাম– উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারণাটি চালানো হয়েছে। সংবাদপত্রে ভুল হতেই পারে। কিংবা কোনো কারণবশঃ ভুল তথ্য ছাপা হয়ে যেতে পারে। সেই তথ্যের যখন প্রতিবাদ বা সংশোধনী দেয়া হয় সেটা সমান গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করাটাই সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের নৈতিক দায়িত্ব। এটা যদি করা না হয়– তাহলেই প্রমাণিত হয় যে– উক্ত সংবাদপত্রই উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যাচারটি প্রচার করেছে। আমার ব্যাপারে প্রথম আলোর ভূমিকাটি ছিলো তাই। একই ধরনের খবর দৈনিক যুগান্তরেও প্রকাশ করা হয়েছিলো– কিন্তু তারা আমার বিবৃতি হুবহু প্রকাশ করেছে। প্রথম আলো এই নৈতিক দায়িত্বটি পালন করলো না কেন? তার ব্যাখ্যাও অবশ্য পাওয়া গেছে। সে প্রসঙ্গেই এখন ফিরে আসি।

কয়েকদিন ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখবো ভাবছিলাম। এরই মধ্যে ২০ জুন ০৭ তারিখের প্রথম আলোর প্রথম পাতায় পড়লাম আমি নাকি– জাপার নেতৃত্ব থেকে সরে যাচ্ছি। খবরটির শিরোনাম ছিলো– "জাপার নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে হচ্ছে এরশাদকে।" খবরটি পড়ে মনে হলো– জাপার মালিক যেনো ওই পত্রিকাটি। ওনারা ওনাদের ইচ্ছামতো কোনো দলের নেতৃত্ব থেকে কাউকে সরিয়ে দেন– আবার কাউকে সেখানে বসিয়ে দেন। এখানেও ইচ্ছামতো কল্পনাপ্রসূত তথ্য দিয়ে একটি গল্প বানিয়ে ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে। দলের নেতৃত্ব চিরদিন ধরে রাখার বিষয় নয়। দলের নিজস্ব নিয়ম, কানুন এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়– আবার নেতৃত্ব চলে যায়। জাতীয় পার্টি এমন একটি রাজনৈতিক দল– যে দলটি সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত হয়। দলীয় কাউন্সিলে নেতা নির্বাচিত হন। সবগুলো প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে আমার পার্টিরই বেশী সংখ্যকবার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিল ছাড়া জাতীয় পার্টিতে কোনো ধরনের সংস্কার কিংবা গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন অতীতে কখনো হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির কোনো নেতা-কর্মী পার্টির নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা বলেননি। এবং এসব কথা নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি। অথচ একটা সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা ছাপিয়ে দেয়া হলো যে– আমাকে নাকি জাপার নেতৃত্ব

ছেড়ে দিতে হবে। আরো মজার কথা হলো যে– আমার সাথে কোনো কথা না হলেও উক্ত খবরে বানিয়ে লিখে দেয়া হলো যে– আমি নাকি টেলিফোনে এ ব্যাপারে প্রথম আলোর সাথে কথাও বলেছি। মিথ্যাচারেরও একটা সীমা থাকে। এরা সেটাও অতিক্রম করে গেছে– অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। 'জানা গেছে'- 'শোনা গেছে'- 'সূত্র মতে'- কিংবা 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' সূত্রের উল্লেখ করে এরা হরহামেশা– আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেই যাচ্ছে। এদের অপপ্রচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু কথা আর না লিখে পারলাম না।

উল্লেখিত পত্রিকার সংবাদকর্মীদের ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ তারা পত্রিকার নীতি অনুসারে কাজ করবেন। সাংবাদিকের স্বাধীনতা তো মালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। যে পত্রিকার সম্পাদক নিজেই মিথ্যাচারে লিপ্ত হন– সেখানে তো মিথ্যার প্রতিবাদ করাটাই অর্থহীন। আমি এই প্রসঙ্গটা নিয়েই কিছু আলোচনা করতে চাই। আসলে নীতিভ্রষ্টের কাছে নীতিজ্ঞান আশা করাটাই বাহুল্য ব্যাপার। আমি যেখানে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম যে, আওয়ামী লীগের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে মহাঐক্যজোটে যোগ দিয়েছি– এ কথা প্রমাণ করতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো– সেখানে কোনো প্রমাণ ছাড়া একজন সম্পাদক যদি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন– তাহলে তাকে কি বলবো? বলতে পারি– যদি সত্যিকার অর্থে ভদ্রলোক হন কিংবা যদি ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ থাকে, তাহলে যা বলেছেন– তার প্রমাণ দিন; অন্যথায় জাতির কাছে মিথ্যা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিজের পেশা ছেড়ে দিন। আমার নামে আর্থিক লেনদেনের কাল্পনিক তথ্য দিয়ে খবর প্রকাশ করানো হলো ৯ জুন ০৭ তারিখে। আমি ওইদিন প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি পাঠালাম– ছাপা হলো ১০ জুন ০৭ তারিখে। এর পরের দিন অর্থাৎ ১১ জুন ০৭ তারিখে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান স্বনামে একখানা মন্তব্য প্রতিবেদন লিখলেন– "দুই নেত্রীকে সরে দাঁড়াতে হবে"– শিরোনামে। (জানা মতে) ওনার আংশিক মালিকানাধীন পত্রিকায় উনি যা মনে আসে তাই লিখতে পারেন। ওনার পাঁঠা উনি লেজের দিক থেকে বলি দিতে চাইলে দিতে পারেন– তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু তিনি অন্যের পথ মাড়িয়ে যাবেন কেনো? সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়েছেন বলে কি গোটা জাতির মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি! ওনার মন্তব্যে দুই নেত্রী যদি রাজনীতি থেকে সরে যান– ভালো কথা। কিন্তু সেই মন্তব্যের কথা শোনাতে গিয়ে বাজে কথা বলবেন কেনো? তার মন্তব্যে অন্যকে কি বলেছেন– তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। এই ভদ্রলোক (?) মন্তব্য প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে জাতীয় পার্টিকে 'দুর্নীতিপরায়ন' বলে অভিহিত করেছেন। আর এক অংশে তিনি লিখেছেন, "এরশাদকে মহাজোটে আওয়ামী লীগ বিএনপির চেয়ে বেশী অর্থ দিতে সম্মত হয়েছিলো। বিএনপির অগ্রীম দুই কোটির জায়গায়– আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাঁকে সাড়ে তিন কোটি টাকা দেয়া হয়েছিলো।" মতিউর রহমানের এই নির্লজ্জ মিথ্যাচার এবং একটি রাজনৈতিক দলকে দুর্নীতিপরায়ন বলার ধৃষ্টতার কিছু জবাব না দিলেই নয়।

আমরা অনেকেই এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে কম-বেশী কিছু না কিছু জানি। প্রথম পরিচয় তিনি একজন নীতিভ্রষ্ট মানুষ। এক সময় সমাজতন্ত্র কায়েমের লাল পতাকা উড়াতেন। তারপর সেই আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। বুঝেছেন, লাল পট্টি মাথায় বেঁধে চাঁদা তুলে খেয়ে জীবনে বড় হওয়া যাবে না। মস্কোতে বৃষ্টি হলে ঢাকার রাস্তায় মাথায় ছাতা ধরে হাঁটলে পথের টোকাইরা ঢিল ছুঁড়ে তাড়াবে। তার চেয়ে নীতি আদর্শ শিকায় তুলে রেখে বড় ধরনের ধান্দাবাজি করাই শ্রেয়। নারীত্বের আদর্শ বিসর্জন দিলে যেমন পতিতার খেতাব নিতে হয়– এদের অবস্থাও তেমন হয়ে পড়েছে। এখন স্বার্থ আর অর্থের জন্য এরা যার-তার বিছানায় চলে যেতে পারেন। এই জাতীয় লোকের কাছ থেকে পেশার সততা আশা করতে পারি না। তবুও আমি জানতে চাই– কি প্রমাণ আছে মতি সাহেবেরে কাছে– আমি আওয়ামী লীগের কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা গ্রহণ করেছি? লেনদেনের সময় আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? নাকি আপনি মধ্যস্থতা করেছেন? নাকি আপনার আছে আমি মানি রিসিপ্ট দিয়ে রেখেছি? কেউ কারো বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উত্থাপন করলেই সেটা সত্য বলে ধরে নিতে হবে? তার যথার্থতা যাচাই করা হবে না? তাহলে বিচার প্রক্রিয়া আছে কেনো? গ্রেফতারকৃত একজন লোক পুলিশী রিমান্ডে কি বলেছেন– তার সত্য-মিথ্যা কি যাচাই করে দেখা হবে না? আমি যদি অভিযোগ করি মতিউর রহমান আমার পক্ষে খবর প্রকাশের জন্য একটা বড় অঙ্কের টাকা ঘুষ দাবী করেছিলেন। যদি না দেই– তাহলে বিরুদ্ধে নিউজ ছাপাবেন। এই অভিযোগের পক্ষে আমি সাক্ষীও দাঁড় করাতে পারবো। কিন্তু ঘুষ দেয়া আর নেয়া সমান অপরাধ। তাই আমি ঘুষ দেইনি বলে মতিউর রহমান নিজে এবং তার স্টাফদের দিয়ে প্রতিনিয়ত তার পত্রিকায়

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা-বানোয়াট-কল্পনাপ্রসূত এবং উদ্দেশ্যমূলক খবর প্রকাশ করে যাচ্ছেন। যেমন ২০ জুন ০৭ তারিখে লিখিছেন "জাপার নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে হচ্ছে এরশাদকে।" এসব কিছুকেই ধরে নেয়া যায় আমার অভিযোগের পক্ষে এক একটি প্রমাণ। এ কথার কি জবাব আছে সম্পাদক সাহেবের?

আমি কোনো অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত নই বলে– হয়তো আমাকে এ ধরনের নিউজ ট্রিটমেন্ট সইতে হচ্ছে। কিন্তু সমাজে তো ঘুষ দেয়ার মতো লোক আছে। আজ যদি মতিউর রহমানের অতীতের দিকে ফিরে তাকানো হয়– কোন চেহারায় তাকে দেখা যাবে? ছিলেন তো মতি মিয়া ছোটদের গল্পের গণি মিয়ার পর্যায়ের লোক। যেমন, "গণি মিয়া একজন কৃষক। নিজের জমি নেই– অন্যের জমি চাষ করেন-------।" মতি মিয়াও একজন সাংবাদিক– নিজের সংবাদপত্র ছিলো না– অন্যের পত্রিকায় চাকরি করতেন। ধরা যাক– এ পর্যন্ত গণি মিয়া আর মতি মিয়ার মধ্যে মিল আছে। তারপর গণি মিয়া হয়ে গেছেন– ঋণগ্রস্ত কৃষক; আর মতি মিয়া হয়ে গেছেন– সংবাদপত্রের মালিক- সাংবাদিক। কিন্তু কীভাবে সে প্রশ্নটাও আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাসে চড়ার পয়সাও যাদের পকেটে থাকতো না, সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ফর্মূলা অনুযায়ী যাদের হিসাব করে চলতে হতো– রাতারাতি তাদের বাড়ি-গাড়ি-বাগাবাড়ি বিপুল অর্থ সম্পদ কোন্ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য এসে দিয়ে গেছে তাও খতিয়ে দেখা দরকার। সংস্কার শুধু রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কেনো– সব সেক্টরেই করতে হবে। কারণ অবক্ষয় যা নেমেছে– তা সমাজের সর্বক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়েছে। মতিউর গংরাও তার বাইরে নন। ওনারা রাজনৈতিক জ্ঞান দিতে আসেন আয়নায় নিজেদের চেহারা না দেখে। এটা হতে পারে না। হাতে কলম আছে বলে যা খুশী তাই লিখে দিতে পারেন না। অস্ত্র কোনো খারাপ জিনিস নয়– সেটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। সেটার ভালো খারাপ নির্ভর করে ব্যবহারের উপর। একটি অস্ত্র যখন আইনের লোকের হাতে থাকে– তখন সেটা শান্তির সহায়ক শক্তি– আর সেই অস্ত্রটি যখন একজন সন্ত্রাসীর হাতে যায় তখন সেটা হয়ে যায় অবৈধ এবং সমাজের শান্তি বিনষ্টের মাধ্যম। দেশের প্রতি ঘরে দা-কাচি বা ছুরি-বটি আছে। পুলিশ সেগুলো উদ্ধার করতে যায় না। কিন্তু সন্ত্রাসীর কাছ থেকে নখ-কাটা ছুরিটা পর্যন্ত উদ্ধার করতে হয়। তেমনি যারা লেখাপড়া করেন– তাদের সকলের হাতেই কলম ব্যবহার হয়। বিশ্বর সবচেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ কর্মগুলো কলমের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। আবার সেই কলম একপ্রকারের সন্ত্রাসীর হাতেও উঠেছে। তাদের কলম-সন্ত্রাসের কারণে নিরীহ নির্দোষী মানুষও আহত হচ্ছেন। সন্ত্রাসীর অস্ত্রের আঘাতে একজন মানুষ আহত বা নিহত হলে– তার বিচার হয়। কিন্তু একজন কলম-সন্ত্রাসীর আঘাতে যদি একজন মানুষের সম্মানহানি কিংবা সমাজিক মর্যদা ক্ষুণ্ন হয়– তার বিচার হবে না কেন? সুতরাং যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন– অকল্পনীয়ভাবে ধন সম্পদের মালিক হচ্ছেন– অথচ সংবাদপত্রের ছত্রছায়ায় থেকে সব কিছুতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকবেন– এটা হতে পারে না। সংস্কার কর্মসূচী তাদের জন্যেও প্রজোয্য হতে হবে। এক বনের ওসমান গণির ঘরে টাকার খনি পাওয়া গেছে। লোকালয়ের গণি মতিদের ঘরবাড়ি খুঁজলেও হয়তো আরো বেশী অর্থ সম্পদের খনি পাওয়া যাবে। সেইসব খনি উদ্ধারের দৃশ্যগুলোও দেখার অপেক্ষায় আছি।

মতিউর রহমান আমার জাতীয় পার্টিকে 'দুর্নীতিপরায়ন' বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই আমি পার্টি গঠন করেছিলাম। সেই আদর্শ থেকে আমার পার্টি কখনো বিচ্যুত হয়নি– ভবিষ্যতেও হবে না। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং আমার ক্ষমতা ত্যাগের পরবর্তী পরিস্থিতির সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলেই জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। আমার দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল এক জোট হয়ে আন্দোলন করেছে। আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পর আমার দলের নেতা-কর্মীদের উপর চললো হামলা-নির্যাতন-নিপীড়ন এবং তাদের বাড়ী-ঘরে লুট-পাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ধরনের নৈরাজ্যকর কর্মকাণ্ড। এটাই ছিলো তখন তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিজয় পরবর্তী বিজয়-উল্লাসের চিত্র। তারপর দলীয় সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। তারা দলীয় দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে আমার উপর এবং আমার দলের নেতা-কর্মীদের উপর হেন হয়রানি নেই– যা তারা করেনি। কিন্তু জাতীয় পার্টির কোনো নেতা-কর্মী, দলীয় এমপি কিংবা মন্ত্রীর বাড়ীতে কি টিনের খনি, গমের খনি, শাড়ী-কম্বলসহ রিলিফ সামগ্রীর খনি পাওয়া গেছে? আমিসহ আমার দলের কোনো মন্ত্রী এমপির নামে কি বিপুল পরিমাণ ব্যাংক ব্যালেঞ্চ, মিল-কারখানা, ব্যাংক-বীমা, বাস-লঞ্চ, হঠাৎ করে গড়ে তোলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, টিভি চ্যানেল, খবরের

কাগজ, জায়গা জমি, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সহায়-সম্পত্তি পাওয়া গেছে? বরং মন্ত্রী এমপি হবার পূর্বে যা কিছু ছিলো- তাদের অনেকের সেসব লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমার বিরুদ্ধে অনেকগুলো দুর্নীতির মামলা দেয়া হয়েছে। সেইসব মামলার কিছুটা বর্ণনা আমি পূর্বের একটি লেখায় দিয়েছি। তাই তা পুনরুল্লেখ করতে চাই না। তারপরও আমি আবার সেইসব মামলার বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রচারের দাবী রাখি। প্রকাশ্যে বিচার প্রক্রিয়া চলুক দেশবাসী জানুক– আমার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে কীসব হাস্যকর মামলা দেয়া হয়েছে। এসব নিয়ে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। জনাব মতিউর রহমান তার "দুই নেত্রীকে সরে দাঁড়াতে হবে" শিরোনামের মন্তব্য প্রতিবেদনে দুই দলের দুর্নীতির যেটুকু বিবরণ দিয়েছেন– তার কোটি ভাগের একভাগ দুর্নীতির প্রমাণ কি আমার দলের বিরুদ্ধে দেখাতে পারবেন? অথচ এই যেসব দুর্নীতির মহানামা বেরিয়ে আসছে– তা কিন্তু কোনো দলীয় সরকার প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে খুঁজে বের করছেন না। এইসব দুর্নীতি বের করে আনছেন– একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এখানে কোনো ত্রুটি ধরার সুযোগ নেই। দেশবাসী আজ স্বস্তিতে আছে– শান্তিতে আছে। সরকারের কর্মকাণ্ড সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। সুতরাং এটা আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে– জাতীয় পার্টিতে দুর্নীতির কোনো আশ্রয়-প্রশ্রয় নেই। এতে অবশ্য মুখ থাকছে না বলে কোনো কোনো মহলের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। কারণ তারা অতীতে ঢালাওভাবে আমার নামে মিথ্যা-বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। আজ দেশবাসী দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে– কারা প্রকৃত দুর্নীতিবাজ। তাই উপায়ন্ত না দেখে মতিউর সাহেবরা গল্প বানাচ্ছেন– আমি নাকি মহাজোটে যাবার জন্য টাকা নিয়েছি। বাংলায় জ্ঞানপাপী বলে একটা শব্দ আছে। এরা আসলে জ্ঞানপাপীই নয়– জ্ঞানপতিতাও। মতিভ্রম ঘটলে যা করে এরা সেটাই করছে।

কয়েক দিন আগের আরো একটি পত্রিকার কথা মনে পড়ছে। সেদিন সকালে যখন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম তখন মনটা বেশ ভারাক্রান্ত ছিলো। চট্টগ্রামে পাহাড় ধসে মানুষের প্রাণহানির খবর পড়ে দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছি। এই খবরের পাশাপাশি আর একটি চটকদার খবরও ছিলো। সেটিও বেশ গুরুত্বের সাথে ছাপা হয়েছে। কোনো কোনো পত্রিকা সেই নিউজটিকে দ্বিতীয় লীড নিউজ করেছে। খবরটি হচ্ছে– পুলিশী রিমান্ডে মোসাদ্দেক আলী ফালুকে জিজ্ঞাসাবাদের খবর। একেক পত্রিকা একেক ধরনের শিরোনাম লিখেছে। হারিস, বাবর, তারেক, মামুন বিএনপিতে চরম দুর্নীতিবাজ– বলেছেন ফালু। সাথে সাথে তিনি নিজের কথাও কিছু বলেছেন। এরা ক্ষমতায় থাকাকালে হেন অপকর্ম- হেন দুর্নীতি নেই যা তারা করেননি। এরা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্নীতির জীবন্ত কিংবদন্তী হিসেবে চিহ্নিত। ফালু সাহেব একটি মিডিয়া সাম্রাজ্যও গড়ে তুলেছেন। অবশ্য তার প্রিন্ট মিডিয়াতে তার নিজের খবরটি ছাপানো হয়নি– যা অন্যসব পত্রিকাতে ছাপা হয়েছে। তাহলে ছাপাবে কি? জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি আষাঢ়ে গল্প ছেপে দিয়েছে। শিরোনামটি দিয়েছে– "গোয়েন্দা নজরদারিতে এরশাদ।" আমি খবরটি পড়লাম আর হাসলাম। ওই যে একটু আগেই বলেছি– মতিভ্রম হলে যা হয় তাই। আমি তো যেমন ছিলাম তেমনই আছি। আমার নজরে তো কোনো নজরদারী দেখছি না। উল্লেখিত শিরোনামের রচনাটিতে বলা হয়েছে, রিমান্ডে কার স্বীকারোক্তি শুনে নাকি আমি 'নড়ে চড়ে' বসেছি। আমি মনে মনে কি বিবেচনা করছি– ওই রচনায় তাও লেখা হয়ে গেছে। আমি বলি কি– মিথ্যা রচনা লিখে নিজেরা এতো খেলো হবেন কেনো! দুর্নীতি করে যে যাই করেছেন– তার জন্য দুর্নীতিবাজের শাস্তি হোক এটা চাই। কিন্তু যা কিছু গড়ে তুলেছেন– সেখানে যদি কারো কর্মসংস্থান হয়– সেটাকে হেয় চোখে দেখতে চাই না। মিডিয়া একটি পবিত্র জায়গা– মিথ্যাচারের কালি দিয়ে তাকে কলঙ্কিত করা ঠিক হবে না। জানি, এখানে অনেক বরেণ্য লেখক-সাংবাদিক-কলামিষ্ট কর্মরত আছেন। আপনার পেশার পবিত্রতা রক্ষা করবেন– সেটাই প্রত্যাশা করি।